বিভক্তির সাতকাহন - ২৭

ভজন সরকার

রবীন্দ্র মহাসাগরে অবগাহন কাকে বলে সেটা বুঝেছি প্রয়াত ওয়াহিদুল হকের কাছ থেকে । '' আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, ঘাসে ঘাসে - এই আকাশে '' এই রবীন্দ্র -বানী মিথ্যে প্রমান করে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ যাকে এক বার পেয়েছে- তার মুক্তি নেই । কী এক কথায় কথায় এক বার আমারই এক রবীন্দ্র-পাগল বন্ধু এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলো, কেমন হয় জেল খানায় রবীন্দ্র নাথ পড়ালে ? এক আডডায় বলেছিলাম কথাটা । অট্টহাসিতে উদ্ভাসিত সে আডডায় মহাআমুদে হেসেছিলো সবাই । তখনও আহমদ শরীফ নিয়মিত আসতেন সোহরোওয়াদি উদ্যানে । আর হুমায়ুন আজাদও বসতেন মাঝে মাঝে একটু দূরে , সংযত আর বিনীত শব্দচয়নে মাঝে মাঝে অংশ নিতেন সাহিত্যবিষয়ক কোন আলোচনায় । মনে হয় এক মাত্র আহমদ শরীফের সামনেই হুমায়ুন আজাদ একমাত্র রয়ে সয়ে কথা বলতেন । জেলখানায় রবীন্দ্রনাথ পড়ানোর প্রস্তাবে বেশ অনেক ক্ষণ হেসেছিলেন হুমায়ুন আজাদ সেদিন । আর সতর্ক থাকতে বলেছিলেন ওয়াহিদুল হকের কাছ থেকে । কারণ আশঙ্কা, কথাটা ওয়াহিদুল হকের পছন্দ হলে সেদিন থেকেই হয়তো লেগে পড়বেন জেলখানায় রবীন্দ্রনাথ শেখানোর কাজে । বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার এমনি এক সর্বজনস্বীকৃত প্রবাদপ্রতিম পুরুষ ছিলেন ওয়াহিদুল হক । আমরা দুষ্টুমি করে বলতাম ,বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ''সোল-এজেন্ট ''।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হক - সানজিদা খাতুন দম্পতির বিচ্ছেদ ''এক ঘর মে দো পীরের '' সে চিরাচরিত সংঘাতের সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বোধ হয় । অথচ বিচ্ছদের পরও কেমন পারস্পারিক শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমে একে অপরের সহাবস্থান দেখেছি ছায়ানটে । আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম,'' কোথায় এই ঐক্যতান ''? রবীন্দ্র নাথই হয়তো সে সেতুঁ বন্ধন । কন্যার চেয়েও ছোট এক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে পরিনয়ে বেঁধে ওয়াহিদুল হক ভাল থাকতে চেয়েছিলেন এক সময় । কিন্তু সে আবেগ বেশী দিন সুখকর হয় নি । কিংবা ব্যক্তিগত এই সীমাবদ্ধতা কোন প্রভাব ফেলেনি তার রাবীন্দ্রিক -আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত কর্মময় জীবনে । শত প্রতিকূলতা ছাপিয়েও ওয়াহিদুল হক থেকেছেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক অগ্রপথিক । আমাদের যতটুকু অর্জন বাঙালী হিসেবে , তার সুখে - দুখে মিশে আছেন রবীন্দ্রনাথ । আর সেই রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র -সাহিত্য, রবীন্দ্র -সংগীত আর রবীন্দ্র-চর্চার সাথে ওয়াহিদুল হক এক ও অবিচ্ছেদ্য থেকেছেন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত । তিনি যেনো বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের '' রোল মডেল '' !

এক অযূত সাহসে কলাম লিখতেন ওয়াহিদুল হক বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে । এমন তীর্যক আর সরাসরি আক্রমন খুব কম লেখকের কলমেই চোখে পড়ে আজকাল । কোথায় ছিলো এমন সাহসের উৎস তাঁর ? সাম্প্রদায়িক শীর্ষ-ক্ষমতাবানের প্রত্যক্ষ মদদে বাংলাদেশে যখন চলছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুনিধনের অভিযান তখন ধর্ষিতা পূর্ণিমা শীলকে পরম মমতায় মা ডেকে বুকে জড়িয়ে এমন উথাল-পাতাল কান্নার সাহস কোথায় পেয়েছিলেন তিনি ? পূর্ণিমার মতো সহস্র নির্যাতিতার পাশে হয়তো দাঁড়ানোর সময় হয়নি ওয়াহিদুল হকের । কিন্তু তিনিই শুরু করছেন প্রতিবাদ শুধু দু'কলম লিখেই নয়, পাশে দাঁড়িয়ে- পরম মমতায় বুকে টেনে,মা ডেকে,বাড়িতে রেখে নিজের আত্মজার মতোই ।

প্রয়াত ওয়াহিদুল হকের মর দেহ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাবে রাখা হলে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত রাজন্যবর্গ তাঁকে ফুল নিবেদন করছে দেখে অনেকক্ষন নিজেই আমোদে হাসলাম । আর সত্যজিত রায়ের '' হীরক রাজার দেশে '' -র শেষ দৃশ্যের কথা মনে হলো । অসীম ক্ষমতাধর রাজাও নিজের মূর্তিকেই টেনে হিছঁড়ে নামাচ্ছে আর বলছে,'' দঁড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান '' । জয়তু ওয়াহিদুল হক, তুমি দেখে যেতো পারলে না , যাদেরকে প্রতিনিয়ত নিজের কলমে আর অপরিসীম ঘৃনায় প্রতিরোধের কথা বলেছো, তারাই আজ ফুল দিচ্ছে তোমার মরদেহে । শোকে,ভালবাসায়, না আনন্দে ? কে জানে , কত টুকু পৌঁছেছে তোমার আহ্বান দূর্জনের কর্ণ কূঠরে ? তোমার ভালবাসার পূর্ণিমাদের আত্মদহনের পরশমনি কী ছুঁয়েছে তাদের প্রাণে ?

বরং তুমি আজ ঘুমাও, তোমার পূর্ণিমারা জেগে থাকবে তোমার অসীম কর্ম - প্রবাহকে বয়ে নিতে । '' জীবনমরণের সীমান ছাড়ায়ে / বন্ধু হে আমার , রয়েছো দাঁড়ায়ে ।''

(চলবে)

।। জানুয়ারী- ২০০৭, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com